মেহেরপুরে ব্র্যাকের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির উদ্যোগে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর ব্র্যাক অফিসে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার আয়োজিত এ চক্ষুসেবা ক্যাম্পে ৫৩৯ জন মানুষকে চক্ষুসেবা প্রদান করা হয়।

ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি সুদক্ষ টিমের মাধ্যমে এ চক্ষুসেবা ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়।

ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী ৫৩৯ জনের মধ্যে ৩১৯ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। এছাড়া যেসব রোগীর চোখে ছানি ও অন্যান্য জটিল সমস্যা শনাক্ত হয়, তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনে রেফার করা হয়।

এ সময় চক্ষুসেবা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ। তিনি ব্র্যাকের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এ ধরনের জনসেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) কর্মসূচির প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ব্র্যাক এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ক্যাম্প পরিদর্শনে আসা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সেবাগ্রহীতারা ব্র্যাকের এ কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার সুপারিশ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাহ মো. জাহাঙ্গীর আলম, ডিভিশনাল কো- অর্ডিনেটর (লিড জেনারেশন), শেখ মনিরুল হুদা, ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর, জি. এম. নাজমুল হুসাইন, আরএম (দাবি), মো. রবিউল ইসলাম, আরএম (প্রগতি), নুরুন্নাহার পান্না, এরিয়া ম্যানেজার

(দাবি), মো. নুরুজ্জামান, রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর (লিড জেনারেশন) এবং মোস্তাফিজুর রহমান, বিএম (দাবি) প্রমুখ।

চিকিৎসক না পেয়ে রোগীদের ভোগান্তি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১০৬ নম্বর কক্ষ গতকাল শনিবার সকালে ফাঁকা পাওয়া গেছে। এতে চিকিৎসাসেবা নিতে আসা অনেক রোগী চিকিৎসক না পেয়ে ফিরে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার সকালে সরেজমিনে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, ১০৬ নম্বর কক্ষে কোনো চিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট কর্মী উপস্থিত নেই। ওই কক্ষে চিকিৎসক ডা. নুসরাত এবং মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নূর হোসেন আল-আমিনের দায়িত্ব পালনের কথা ছিল।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নূর হোসেন আল-আমিনের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনি ছুটিতে রয়েছেন। তবে কিছুক্ষণ পর তাকে হাসপাতালে এসে রোগীদের সেবা দিতে দেখা যায়।

অন্যদিকে চিকিৎসক ডা. নুসরাতের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, “ডা. নুসরাত ও নূর হোসেন আল-আমিন দুজনের কেউই ছুটিতে নেই। ডা. নুসরাত ফোন রিসিভ করেননি বলে আমি জানতে পেরেছি।”

এ ঘটনায় রোগীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ভুক্তভোগীরা দ্রুত চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করেছেন।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরের বড় বাজারে সাইকেল রিপেয়ারিং দোকানে ভাঙচুর

মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকার কাথুলী রোডে একরামুল ইসলামের সাইকেল রিপেয়ারিং দোকানে ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রিফিং করেছে মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে আয়োজিত ওই ব্রিফিংয়ে সমিতির নেতারা ঘটনার নিন্দা জানান এবং এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

ব্রিফিংয়ে বক্তব্য দেন মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, দোকানটি ১৯৭৭ সালে অ্যাডভান্স পজিশনের মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। এ সংক্রান্ত একটি চুক্তিও রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো এর আগেও ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে একাধিকবার বসেছে এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু বাজারের মধ্যে জোরপূর্বক দোকান দখল ও ভাঙচুরের ঘটনা তারা প্রত্যাশা করেননি।

তিনি আরও বলেন, একজন ব্যবসায়ীর ওপর হামলা এবং তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মণ্ডল কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স মার্কেটের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে বিভ্রান্তিকর পোস্ট দিয়েছেন, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং প্রকৃত ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা।

এর আগে আজ শনিবার সকালে দোকান মালিক একরামুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদের ভাই রফিকুল ইসলামের মধ্যে বাজার কমিটির মধ্যস্থতায় সমঝোতা হয়েছে। ওই সমঝোতা অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ লাখ টাকা এবং জায়গা বাবদ ১০ লাখ টাকা দেওয়ার বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সকালে মোহাম্মদ ইকবালের নেতৃত্বে ২০

থেকে ৩০ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এতে দোকানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি।

দোকান মালিক একরামুল গতদিন বলেন, তার বাবা আব্দুল মালেক ১৯৭৭ সালে দোকানটির পজিশন কিনে ব্যবসা শুরু করেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি ওই ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। সম্প্রতি দোকানটি উচ্ছেদের জন্য ইকবাল ও তার লোকজন বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে আসছিলেন বলে তিনি দাবি করেন।

অন্যদিকে, মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদের ভাই রফিকুল ইসলাম দোকান ভাঙার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, জায়গাটি তাদের পারিবারিক মালিকানাধীন। তার দাবি, ওই স্থানসহ পুরো মার্কেটের নকশা অনুমোদিত রয়েছে এবং মার্কেট নির্মাণের সময় জায়গাটি ফেলে রাখা সম্ভব নয়।

মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, দোকান ভাঙচুরের পেছনে প্রভাবশালী একটি মহলের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে তারা মনে করছেন। তবে ইকরামুল একজন ক্ষুদ্র ও দরিদ্র ব্যবসায়ী হওয়ায় তার সঙ্গে যা ঘটেছে, তা অত্যন্ত অমানবিক এবং দুঃখজনক।

গাংনীতে ৫০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজার এলাকা থেকে ৫০ পিস ইয়াবাসহ লাদেন আলী ও ইমন বাদশা নামে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের সাহেবনগর বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত লাদেন আলী গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে। অপর গ্রেপ্তারকৃত ইমন বাদশা একই উপজেলার চৌগাছা গ্রামের জহির উদ্দিনের ছেলে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন যে, একটি লাল রঙের পালসার মোটরসাইকেলে করে দুই মাদক কারবারি সাহেবনগর বাজার এলাকায় ইয়াবা নিয়ে আসছে। খবর পেয়ে পুলিশ আগে থেকেই সাহেবনগর বাজার এলাকায় অবস্থান নেয়।

পরে সাহেবনগর বাজার সড়কে সন্দেহভাজন মোটরসাইকেল আরোহীদের গতিরোধ করে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় লাদেন আলীর প্যান্টের পকেট থেকে কাগজে মোড়ানো অবস্থায় ৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে ইয়াবা পরিবহনে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয় এবং দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এসআই রফিকুল ইসলাম আরও জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হবে।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের এক মিটার রিডারকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেছেন ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ওজোপাডিকো) কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।

শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মেহেরপুর ওজোপাডিকো কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মবিরতি পালন করা হয়। এ সময় তারা হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

কর্মবিরতি চলাকালে বক্তব্য দেন সহকারী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান, হামলায় আহত মিটার রিডার গাজী জিয়াউর রহমান (জুয়েল) এবং লাইনম্যান রুবেল হোসেন। বক্তারা বলেন, সরকারি দায়িত্ব পালনরত বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তারা অভিযোগ করেন, ঘটনার পরও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তারা আরও বলেন, শনিবারের মধ্যে পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামীকাল থেকে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

জানা যায়, ২ জুন দুপুরে মেহেরপুর শহরের বোসপাড়া এলাকায় সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির পাশের একটি স্থানে বিদ্যুতের মিটার রিডিং সংগ্রহ করতে যান মিটার রিডার গাজী জিয়াউর রহমান (জুয়েল)। এ সময় ওই এলাকার মাসুদুর রহমান পুল্টন নামে এক ব্যক্তি তার পথরোধ করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে মিটার রিডিংয়ের কাজে বাধা দেন এবং একপর্যায়ে জিয়াউর রহমানকে শারীরিকভাবে মারধর করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত জিয়াউর রহমানকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

এ ঘটনায় সরকারি দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান এবং সরকারি কর্মচারীর ওপর হামলার অভিযোগে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল ইজিবাইক, শিশু- নারীসহ আহত ৪

মেহেরপুরে বেপরোয়া গতির একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে যাত্রীবাহী একটি ইজিবাইক দুমড়েমুচড়ে গেছে। ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় এক

শিশু ও নারীসহ চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তাদের মধ্যে ইজিবাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর-ফতেপুর সড়কের কায়েমকাটা মোড়ের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার জলিল শেখের ছেলে ইজিবাইক চালক রফিকুল ইসলাম এবং সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের জহিরুল ইসলামের স্ত্রী জাহিদা খাতুন। এছাড়া আহত অপর এক নারী ও এক শিশুর নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। জাহিদা খাতুনসহ অন্যরা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে যাত্রী নিয়ে ইজিবাইকটি উজলপুরের দিক থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিল। পথে কায়েমকাটা মোড়ের অদূরে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা উজলপুরগামী একটি বেপরোয়া গতির খালি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ২২-১৭১৩) ইজিবাইকটিকে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকটি মুহূর্তেই দুমড়েমুচড়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে এবং ভেতরে থাকা যাত্রীরা গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে সংঘর্ষে ট্রাকটির জ্বালানি তেলের ট্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তেল সংকট দেখা দেয়। পরে চালক উজলপুর কুঠিপাড়া বাজার এলাকায় ট্রাকটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, “দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি উজলপুর বাজার এলাকায় ফেলে রেখে চালক পালিয়ে গেছে।

চালক ও ট্রাকের মালিককে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে কাজ চলছে। তেলের ট্যাংক লিকেজ হওয়ায় ট্রাকটি তাৎক্ষণিকভাবে সরানো সম্ভব

হয়নি। তবে সেটি থানা হেফাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।”

মেহেরপুরে মৎস্যখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে ব্র্যাক ফিশারিজের প্রশিক্ষণ



মৎস্যখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও
খামারিদের দক্ষতা উন্নয়নের
লক্ষ্যে ব্র্যাক ফিশারিজ
এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে
দিনব্যাপী মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ
কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টাই শহরের সাধু বার্নবার চার্চ চত্বরে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে জেলার প্রায় ১০০ জন মৎস্যচাষী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে পুকুর প্রস্তুতি, পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নত মানের পোনা নির্বাচন ও মজুদ, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাছের রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন প্রোবায়োটিক প্রয়োগ, এয়ারেটরের ব্যবহার এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়েও অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেওয়া হয়।

ব্রাক ফিসারিজ এন্টারপ্রাইজের চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ঝিনাইদহ অঞ্চলের সেলস’স অফিসার মোঃ গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস অফিসার রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানের আরও বক্তব্য রাখেন ট্রেইনার শাহারিয়া।
বক্তারা বলেন, পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে খামারিদের আয় ও লাভজনকতা বাড়ানো যায়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণকারীদের জন্য হাতে-কলমে শেখার সুযোগ রাখা হয়, যাতে তারা বাস্তব ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। এছাড়া কুইজ প্রতিযোগিতা ও উন্মুক্ত আলোচনা পর্বের মাধ্যমে চাষীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

কর্মসূচির শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। আয়োজকরা জানান, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, যা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন এলাকার ছোট-বড় সকল মৎস্যচাষী অংশ গ্রহণ করেন।

সম্পাদকীয়-সীমান্ত আগ্রাসন ও পুশ-ইন

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের সীমান্ত পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগ ও সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সীমান্ত অঞ্চলের সরেজমিন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এক আশঙ্কাজনক চিত্র।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে মানব পুশ-ইন বা জোরপূর্বক মানুষ ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাতের অন্ধকারে কিংবা সীমান্ত এলাকার ঝোপঝাড়ের আড়াল নিয়ে বিএসএফ নির্বিচারে মানুষকে বাংলাদেশের সীমানায় ঠেলে দেওয়ার জঘন্য খেলায় মেতে উঠেছে।

যদিও দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়োজিত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নির্ঘুম পাহারার মাধ্যমে এই পুশ-ইনের বহু চেষ্টা সফলভাবে নস্যাৎ করে দিচ্ছে, তবুও এই আগ্রাসী প্রবণতা থামেনি।

বিএসএফের এই পুশ-ইন প্রক্রিয়া কেবল কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়,

এটি স্পষ্টত আন্তর্জাতিক আইন, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের চরম লঙ্ঘন।

প্রতিবেশি একটি বৃহৎ রাষ্ট্র যখন তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এজেন্ডা বা সংকটের দায় অন্য একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর চাপাতে চায়, তখন তা দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর বড় ধরনের আঘাত হানে।

প্রতিবেদনগুলোতে দেখা যাচ্ছে, পুশ-ইনের পাশাপাশি সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্বিচারে গুলি ও হত্যা করার মতো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডও সমানতালে চলছে।

মুখে ‘বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের’ বুলি আউড়ে সীমান্তে এমন অমানবিক ও আগ্রাসী আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নো-ম্যানস ল্যান্ডে মানুষকে আটকে রেখে যে মানবিক সংকট তৈরি করা হচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে।

এই সংকটের মুখে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের অবস্থান এবং পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। সীমান্ত হত্যা ও পুশ-ইনের মতো ঘটনায় কেবল নামমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ বা কূটনৈতিক চিঠি চালাচালিই যথেষ্ট নয়।

বর্তমান বাস্তবতায় প্রয়োজন এক দূরদর্শী, দৃঢ় এবং সমমর্যাদার পররাষ্ট্র নীতি। বাংলাদেশ কোনো রাষ্ট্রের সাথে বৈরিতা চায় না, আমাদের নীতি সর্বদাই সৌহার্দ্যপূর্ণ।

তবে সেই বন্ধুত্ব হতে হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, মাথা নিচু করে কিংবা কোনো প্রকার কুর্নিশ করে নয়। জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো ধরনের শিথিলতা দেখানোর সুযোগ নেই।

সীমান্তের এই আগ্রাসন রুখতে বিজিবি ও স্থানীয় জনগণের দেশপ্রেমী প্রতিরোধ অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তবে একে স্থায়ী রূপ দিতে হলে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপের বিকল্প নেই। সরকারকে অনতিবিলম্বে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের এই পুশ-ইন ও সীমান্ত হত্যার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ তুলতে হবে।

সীমান্ত সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশাসনকে আরও কঠোর ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের স্বাধীনতা ও

ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য জাতিকে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

মেহেরপুরে স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

এডুকেশনাল এক্সিলেন্স সাপোর্ট স্কিম (এসডিপি) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উদ্যোগে স্টার্টআপ সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রামের আওতায় “মেধা, বিজ্ঞান, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ” শীর্ষক বিজ্ঞানমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিনব্যাপী এ বিজ্ঞানমেলার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক নিগার সুলতানা। বক্তারা শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির বিকাশে এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

মেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলার ১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবনী প্রকল্প ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রদর্শনী নিয়ে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল, এএলএম জিয়াউল হক ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন, যাদুখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কাজী

কুদ্রাতুল ইসলাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

পরে প্রধান অতিথি বাবলু সূত্রধরসহ অতিথিরা মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী প্রকল্প সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এ সময় তারা শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।